তারিখ ... ...
পৃঃ ১ ... ২...

পাঠ্য বইয়ের অভাবে সকল শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির

মাসুদ কামাল

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি এখন অত্যাসন্ন। দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেছে শিক্ষাবর্ষের, অথচ ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছেনি কোন বই। পাঠ্যবইয়ের অভাবে দেশব্যাপী স্থবির হয়ে গেছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষাকার্যক্রম। অথচ এসব বিষয় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের কারও কোন উদ্বেগ নেই। মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় নিয়মনীতি বলে আরও কিছু অবিশষ্ট নেই। এদিকে একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপ বিপুল অর্থের বিনিময়ে নোটবই ব্যবসায়ীদের কাছে এ্যালটমেন্ট লেটার বিক্রি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর বক্তব্য নিয়ে অভিভাবক মহলে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি। মন্ত্রণালয়, বোর্ড, মুদ্রণ সংস্থা-কারও সঙ্গে কারও বক্তব্যের কোন মিল নেই। যার যা খুশি বলে যাচ্ছে। জবাবদিহিতার চূড়ান্ত অনুপস্থিতিই যেন লক্ষ

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন

পাঠ্য বইয়ের অভাবে (প্রথম পাতার পর)

করা যাচ্ছে সর্বত্র। শিক্ষামন্ত্রী সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বলেছেন, দেশে পাঠ্যপুস্তকের কোন সঙ্কট নেই। এর পরই আবার এক বিবৃতিতে বলছেন, ২৫ জানুয়ারির মধ্যে বাজারে ১ কোটি বই আসবে। মন্ত্রীর প্রথম বক্তব্যটিকে পাগলের প্রলাপ বলে অভিহিত করেছেন রাজধানীর এক স্কুল শিক্ষক। তিনি বলেন, হাজার টাকা দিয়েও যেখানে এক কপি বই পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে 'পাঠ্যপুস্তকের কোন সঙ্কট নেই'– এমন বক্তব্য প্রদান কিভাবে সম্ভব? ২৫ জানুয়ারির মধ্যে এক কোটি বই বাজারজাতের দাবিটিও অবাস্তব বলে অভিহিত করেছেন একাধিক পুস্তক প্রকাশক। অপর এক প্রকাশকের মতে, মাধ্যমিক স্তরে প্রকাশিতব্য বইয়ের সংখ্যা ২ কোটি ৫১ লাখ। এর মধ্যে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ অর্থাৎ পৌনে দু'কোটি বই মুদ্রণ শেষ হওয়ার পরেই কেবল তারা বিক্রয় অনুমতির জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে মন্ত্রী কোন্ আইনে এক কোটি বই বাজারজাত করতে চাইছেন– বিষয়টি সুস্থ কোন মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়। অপর এক পুস্তক ব্যবসায়ীর মতে, কমপক্ষে ৭০ শতাংশ বই মুদ্রণ না করে বাজারজাত শুরু করলে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হতে বাধ্য। শিক্ষাবর্ষের একেবারে শুরুতেই এ ধরনের আশঙ্কা থাকে। আর যদি ২৫ দিন পরে অর্ধেকেরও কম বাজারজাত আরম্ভ হয়, সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য।

এদিকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছে, ২১ জানুয়ারি তারা বই বিক্রি শুরু করবে। একাধিক পুস্তক ব্যবসায়ীর মতে, সেদিন তাদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে ভয়াবহ অরাজকতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাদের মতে, বেক্সিমকো গ্রুপ আসলে এটিই চাচ্ছে। হয়ত নিজেরাই গণ্ডগোল সৃষ্টি করে তারা সামগ্রিক ব্যর্থতার